সুহৃদ কবি আব্দুর রাজ্জাকের বিদায় উপলক্ষে

“বিদায় অভিনন্দন”

হে জীবন যুদ্ধের সহযাত্রী!

একদা সোনার হরিণের আশায় যে অভিন্ন ট্রেনে আমরা সওয়ার হয়েছিলাম সবাই, সেই দিন থেকে শুরু করে আজ অবধি আমাদের মধ্যে যে গভীর প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছে, সে বন্ধন ছিন্ন করে তুমি চলেছ নতুন পথে। মন আমাদের বিরহে ব্যকুল, হৃদয়ের আকুতি, গভীর ক্রন্দনে যেন বলে উঠে “যেতে নাহি দিব হায় / তবু যেতে দিতে হয় / তবুও চলে যায়”। বিদায়ের এই বিষাদলগ্নে তোমাকে শুনাতে চাইনা কবি গুরুর সেই পিছু ডাক -- “সম্মুখ উর্মীরে ডাকি পশ্চাতের ঢেউ / দেবনা দেবনা যেতে নাহি শুনে কেউ / নাহি কোন সাড়া”।

জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছ হে প্রবীণ যুবক। তাই আজ বিদায়ের গান শুনাতে চাই না তোমাকে। তুমি চির সবুজ। প্রার্থনা করি - বিকালে ভোরের ফুল হয়ে ফুটে উঠো তুমি আমাদের হৃদয় কাননে।

হে কৃতী কর্মী,

তোমার মত কৃতী কর্মীর জন্যে এই সম্মিলিত প্রার্থনাই যেন একমাত্র পুরস্কার। কর্ম ও সৃষ্টি উম্মাদনার মধ্য দিয়ে তোমার ললাটে পড়বে বিজয়ের জয় তিলক। জীবন তোমার ভরে উঠবে অনুপম মাধুরীতে। তোমার জীবন হয়ে উঠবে ধুপের মত দহনে দহনে তৃপ্ত, চন্দনের মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে তুমি ছড়াবে সুবাস, জ্বরাকে পরাজিত করে বিজয়ের আনন্দে তোমার হাতে জ্বলে উঠবে অন্তহীন জ্যোতির্ময় মশাল। এর চাইতে পরমানন্দ আমাদের আর কি হতে পারে? তুমি থাকছো না এখন থেকে আমাদের মাঝে, তোমার পদচিহ্নবিহীন দিনগুলো পরিক্রমণের ধারা অনুযায়ী গতিপ্রাপ্ত হবে ঠিকই, তবুও তুমি ছিলে, তুমি থাকবে আমাদের হৃদয়ের অতল গভীরে যেমন ছিলে অতীতে।

হে বন্ধু,

দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পাশাপাশি তোমাকে আমরা পেয়েছি একজন জনদরদী নিকট আত্মীয় হিসাবে। দুর্যোগে-দুর্দিনে, ঘটনা - দুর্ঘটনায় সততই তুমি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছ। “বেগার” প্রতিটি কর্মকান্ডে তুমি ছিলে অগ্রপথিক। যা স্মৃতি থেকে কোনদিন ম্লান হবার নয়। বিদায়ের এই সন্ধ্যায় আমাদের অন্তরের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ কর।

হে সুপ্রিয় সুহৃদ,

মানুষের প্রতি তোমার অকৃত্রিম মমতা, পরম বন্ধু সুলভ অমায়িক ব্যবহার, উপদেশ ও সৎপরার্শ আমাদের সকলের অন্তর জয় করেছে। এই মুহুর্তে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপাতদৃষ্টে তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও হৃদয়ের মনিকোঠায় তোমার যে আসন পাতা আছে তা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে আমরণ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমার জীবনে চরম উন্নতি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে শান্তিময়, নিরুপদ্রব ও নিরাময় দীর্ঘজীবন দান করুন, এটাই একান্ত প্রার্থনা।

আমিন।

জেদ্দা
২৮শে মে, ২০০২
১৪ই জৈষ্ঠ্য, ১৪০৯

ইতি
তোমার গুনমুগ্ধ
বেগার সহযাত্রী বন্ধুরা।

কবি আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণাঢ্য বিদায় সংবর্ধনা

জেদ্দা থেকে হাবিব আজাদ

গেল ২৩শে মে ২০০২ বৃহস্পতিবার বাসন্তী সন্ধ্যাটি ছিল জেদ্দা প্রবাসী বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙালীদের স্মরণের মন্দিরে খোদাই করে রাখার মত একটি রাত।

জেদ্দার প্রধান সাহিত্য সাময়িকী "বহুমাত্রিকের" প্রধান সম্পাদক ও জেদ্দা লেখক গোষ্ঠীর সভাপতি কবি আব্দুর রাজ্জাককে, জেদ্দা লেখক গোষ্ঠী ও তাঁর সাহিত্য স্বজনদের পক্ষ থেকে দেয়া হলো বিদায় সংবর্ধনা। ঘন সবুজের ব্যারিকেডে ঢাকা কায়া ক্যাম্পের নয়নাভিরাম পার্টি হাউজে অনুষ্ঠিত এ সংবর্ধনা সভায় এসেছিলেন জেদ্দার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা। বাংগালীর চিরাচরিত ঐতিহ্যিক স্বভাব অনুযায়ী অনুষ্ঠান যথারীতি শুরু হয় বিলম্বে। লেভ তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে চলতি প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকদের অমর বাণী দিয়ে পার্টি হাউজকে দৃষ্টি নন্দন সাজে সজ্জিত করেন বিশিষ্ট কবি এ.এস.এম. আমজাদ হোসেন, সারতাজুল আলম দিপু কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিপু ও দীপুজায়া মনিকা।

জেদ্দার সাংস্কৃতিক পথিকৃত কে.এম. আমানউল্লাহ ও আমানজায়া রেবেকা ইয়াসমিনের দীর্ঘ স্বপ্নিল পরিকল্পনা। বাস্তবায়িত হয় পার্টি হাউজের নবরূপায়নে। একে একে আসতে থাকেন সম্মানিত কলমশিল্পীরা। ভাবীদের হাতে ছিল রুচিস্নিগ্ধ সুস্বাদু খাবারের ডিস। পার্টি হাউজের ডাইনিং স্পেসটি ভরে উঠে রকমারী খাবারের মৌ মৌ গন্ধে। দীর্ঘদিন পর জেদ্দার কসমোপলিটান বাঙালী কমিউনিটির এলিট শ্রেণীর পারিবারিক সম্মিলন ঘটে কবি রাজ্জাকের বিদায় উপলক্ষে। পারস্পরিক কুশল বিনিময় ও ভাবের আদান প্রদানে মুখরিত হয়ে উঠে পার্টি হাউজ। নিরব কাব্যকর্মী এ.এস.এম. আমজাদ হোসেন বিক্ষিপ্ত আড্ডায় মশগুল অতিথিদের মঞ্চাভিমুখী করেন।

"বহুমাত্রিকের" নির্বাহী সম্পাদক হাবিবুর রহমানের দক্ষ উপস্থাপনায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে "বহুমাত্রিকের" নির্বাহী সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান সভাপতিত্বের আসন অলংকৃত করার জন্য আহ্বান জানান জেদ্দার সাংস্কৃতিক জগতের পথিকৃত জনাব কে.এম. আমান উল্লাহকে। তারপর মৃদু পায়ে এগিয়ে আসেন মঞ্চের দিকে বিদায়ী অতিথি কবি আব্দুর রাজ্জাক। বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে সভাপতি ও বিদায়ী অতিথি আসন গ্রহণ করেন। কবি রেবেকা ইয়াসমিন তার স্বভাবসুলভ সুললিত ভাষায় উপস্থাপনের দায়িত্বটি বুঝে নেন হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে। আলোচনা পর্বে অংশ নেন কবি মসিউর রহমান, এ.এস.এম. আমজাদ হোসেন, ইলা মজিদ, নিগার সুলতানা ও নাজমুল চৌধুরী। আবৃত্তি পর্বে সদ্য প্রকাশিত বহুমাত্রিকের চলতি সংখ্যার উপস্থিত লেখক লেখিকাবৃন্দ কবি রাজ্জাকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে ছোট্ট ভূমিকার পর নিজ লেখাটি পড়েন। এ পর্বে যাঁরা অংশ নেন তারা হলেন কবি আলিমা জুলফিয়া নার্গিস, আজমেরী ফারুক চুমকী, আবুল বাশার বুলবুল, আবুল কাশেম, জাকির হোসেন, রুমী সাঈদ, মীর রুমী আহমদ, মুনির আহমদ, রেবেকা ইয়াসমিন ও হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানের ৩য় পর্বটি ছিল আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত। এ পর্যায়ে তরুণ কবি শওকাতুল আলম নিপু আবৃত্তি করেন নিজের লেখা কবিতা "এতোটা আপন করে"। নাসিম জাহান ছোট্ট ভূমিকা দিয়ে পাঠ করেন স্বরচিত কবিতা। কবি আমজাদ হোসেন কবি আব্দুর রাজ্জাককে নিবেদিত তাঁর সদ্যজাত কবিতাটি শুনান সাথে বাড়তি পাওনা ছিল অমর একুশ উপলক্ষে রচিত তার আরো একটি

কবিতা। তারপর ছন্দায়িত ভঙ্গিতে মাইক্রোফোনের সামনে আসেন কবি মসিউর রহমান। জেদ্দার বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ডা: তারিক আহাম্মদ আসেন কবি আল মাহমুদের "দূরদৃষ্টি" নিয়ে। নীপু, মসিউর, চুমকী ও তারিকের আবৃত্তিতে একটি অপার্থিব আবহের সৃষ্টি হয় পুরো হল রুমটিতে। সারতাজুল আলম দীপু শুনান রুদ্র মোহাম্মদ শহিদুল্লার বহুলখ্যাত "বাতাসে লাশের গন্ধ"। বিমোহিত দর্শক শ্রোতাদের মাঝে ঝড়ো পাখির মত গোলক ধাধায় ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হন জেদ্দার বিখ্যাত কবি দম্পতি নাজমুল চৌধুরী ও গুলশান চৌধুরী। নাজমুল চৌধুরী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবি রাজ্জাককে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। গুলশান চৌধুরীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বহুমাত্রিকে প্রকাশিত তাঁর কবিতাটি পড়ে শুনান হাবিবুর রহমান। গভীর আবেগে মুহ্যমান বিদায়ী অতিথি কবি আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আগোছালো নাতিদীর্ঘ ভাষণে সবার প্রতি আন্ত রিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। সভাপতির সমাপনী ভাষণের পূর্বে কবি আলিমা জুলফিয়া নার্গিসের দেবর অকাল প্রয়াত শহিদুল হকের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

এবার অনুষ্ঠানের টুকিটাকি। সুদুর আমেরিকার ওকলাহামা থেকে আগুনের পাখীর ডানায় ভর করে উড়ে এসেছেন কবি রেবেকা ইয়াসমিন। সুদুর লন্ডন থেকে কবি আব্দুর রাজ্জাককে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ফোন করেছেন সিঙ্কুপাড়ের বন্ধু রাকিবউদ্দিন খান ও মিসেস শিরিন রাকিব। স্বামীকে আফগানিস্তানে রিলিফ কাজে পাঠিয়ে বুকের ব্যথা নিয়ে অনুষ্ঠানে এসেছেন জিন্নাহ ভাবী। তৈয়ব ভাইকে স্বদেশে পাঠিয়েও ঘরে বসে থাকেননি তৈয়ব ভাবী। আশির দশকে যারা একজোট হয়ে জেদ্দায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার সূচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে যারা জেদ্দায় আছেন প্রায় সবাই এসেছেন। এসেছেন জাকির হোসেন, ফারুক, তন্দ্রা, মাহফুজ প্রমুখ। আইয়ুব ভাইর নিরব অবদান যা অনেকের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গ্যাছে, ভিডিও ক্যামেরায় সোহেল, ষ্টীল ক্যামেরায় শেখ নুরুল আলম ও জেদ্দার উঠতি মধুকণ্ঠী গায়িকা নিবিন ফারুক নিরবে সদা ব্যস্ত ছিলেন ক্যামেরা নিয়ে। মাহবুব ও কবি শায়লা মাহবুব শিখা দুজনে আপ্যায়নের ব্যস্ততায় সময় কাটিয়েছেন বিশ্রামহীন। বাংলাদেশ বেতার ও টিভির এককালীন প্রখ্যাত গায়িকা রাবেয়া হারুনও ছিলেন হাসিটুকু ধারণ করে সদা ব্যস্ত। অসুস্থ হারুন ভাইর হাসিটিও ছিল অম্লান। আপ্যায়নে আর এক নিভৃতচারী অতিথিপরায়ন বন্ধু ছিলেন হাস্যময়। বহুমাত্রিকের আর এক সহযোগী বাদল ভাই ও চার কন্যা নিয়ে হিমসিম খেয়েও তার হাতের ক্যামেরাটি ক্লিক করতে ভুলেননি। রাত দেড়টায় সভাপতি জনাব কে.এম. আমান উল্লাহর সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান সমাপনী ভাষণের পর ক্ষুধাতাড়িত অতিথিরা কাব্যসুধা পান থেকে বিরত হতে চাননি। নৈশভোজের পরও কারোরই ঘরে ফিরার গরজ দেখা যায়নি। গান বাজনা ছাড়া শুধু কবিতা ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা যে মানুষকে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারে তা এ অনুষ্ঠানটি উপভোগ না করলে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর ছিল। রাত আড়াইটা পর্যন্ত চললো সাহিত্য আড্ডা ও সিডিতে রবীন্দ্র সংগীতের সুর। "তুমি নির্মল কর / মঙ্গল করে / মলিন মর্ম মুঁছায়ে।" ঘরে ফেরার সময় বার বার যেন এ বাণী ও সুর সবাইকে ছুঁয়ে গেল পরিণত রাত্রির শীতল বাতাসে।

জেদ্দা লেখক গোষ্ঠীর সভাপতি "বহুমাত্রিকের" প্রধান সম্পাদক কবি আব্দুর রাজ্জাকের প্রবাস জীবনের ইতি উপলক্ষে জেদ্দা লেখক গোষ্ঠীর বিদায় অভিনন্দন।

মায়াবী প্লেনে সওয়ার হয়ে একদা আমরা এসেছিলাম সোনার হরিণের খোঁজে এ মরুপ্রান্তরে। তারপর দিনক্ষন মাসের বেহিসেবী খেয়ালে আমরা মিলিত হয়েছিলাম অভিন্ন আদর্শিক বন্ধনে। হয়তো সৃষ্টিকর্তাই এক অদৃশ্য অথচ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আমাদের সৃষ্টির প্রয়োজনে।

সময়ের দাবীতে দেশ ও জাতির প্রতি স্বপ্রোনদিত দায়বদ্ধতাই আমাদের উদ্ভুত করেছিল দূরপ্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের স্বেচ্ছা প্রয়াসে।

ঊর্মীল নীল লোহিতের তীরে এই জেদ্দায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় মেধাবী সহযাত্রী হিসাবে পেয়ে ছিলাম আপনাকে। সাহিত্যে নিবেদিত আপনার কোমল হৃদয়ের ঐশ্বর্যমন্ডিত প্রতিভা, সাহিত্য সৃষ্টিতে অদম্য স্পৃহা কোন প্রতিবন্ধকতাই আপনার সহজিয়া মননে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। চেতনা উজ্জিবিত আপনার অমিততেজ জেদ্দা সাহিত্যাঙ্গনে পুরোধা হিসাবে আমাদেরও সাহসী এবং সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী করেছে। আপনার বলিষ্ঠ ও সুদূর প্রসারী নেতৃত্ব জেদ্দায় বাংলা সাহিত্যকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে।

বন্ধু! হৃদয়ের রক্তক্ষরণ কেউ দেখে না। কালের কলমে রক্ষিত তোমার অপার কাব্যসুষমা একদিন সুরভিত করবে বাংলাভাষী অগুনিত পাঠক পাঠিকাকে। এই স্বর্ণালী দিনগুলি জানি কখনোই ফিরে আসবে না আমাদের জীবনে। কিন্তু জেদ্দার সাগর কোলে বসে মরুবালুকায় ধুসারিত হয়ে যে অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি করেছ তুমি তা শতবর্ষ পরেও আমাদের আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করবে বাংলার বাইরে বাংলা সাহিত্য চর্চায়।

বিশাল হৃদয়ের অধিকারী বন্ধু বৎসল সুপ্রিয় কবি আব্দুর রাজ্জাক সামাজিক জীবনে আপনাকে পেয়েছিলাম একজন স্বল্পভাষী, তীক্ষ্মধী ও যুক্তিবাদী স্বজন হিসাবে। জেদ্দা প্রবাসী বাঙালী কমিউনিটিতে আপনার নীরব অথচ বলিষ্ঠ পদচারনা জেদ্দা প্রবাসীরা কখনই ভুলবে না। "কবি রাজ্জাক" আমাদের মনলোকে একজন ভদ্র বিনয়ী ও সৎ মানুষের প্রতিচ্ছবি রূপে প্রতিভাসিত হবে নানা কর্মকান্ডে। আপনার অনুপস্থিতির যাতনা তীব্র ব্যথাতুর করবে আমাদের প্রবাস জীবনের এক অনিরাময় ক্ষত হিসাবে।

আজকের এই বিদায় সন্ধ্যায় আমরা আপনার মেধাদীপ্ত লেখনীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। স্ত্রী সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব নিয়ে আপনার আগামী দিনগুলি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ও সৃজনশীলতায় ভরে উঠুক। আপনার চেতনাদীপ্ত লেখনী যেন আমাদের তামসিক জীবনের অন্ধকার দূর করে আলোর কল্যাণী দীপশিখা জ্বালাতে পারে। আপনার কর্মক্ষম সুস্বাস্থ্য ও নিরোগ জীবন আমাদের একান্ত কামনা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

তারিখঃ
জেদ্দা
২৩শে মে ২০০২
৯ই জৈষ্ঠ ১৪০৯

জেদ্দা প্রবাসীদের পক্ষে
জেদ্দা লেখক গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ

আউং সান সুচি

হাবিবুর রহমান

প্যাগোডার সুউচ্চ শীর্ষ চূড়ায়
দেবতার হাসি ঝিলিক দ্যায়
মহার্ঘ বার্মাটিকের বনে,
সুগন্ধী ওদের গহীন অরণ্যে
নৃত্যরত কাকাতুয়ার পুচ্ছ দুলানো কারুকাজ
মুগ্ধলোচনে অবলোকন করে
সন্ত্রাসী হস্তিযুথ।

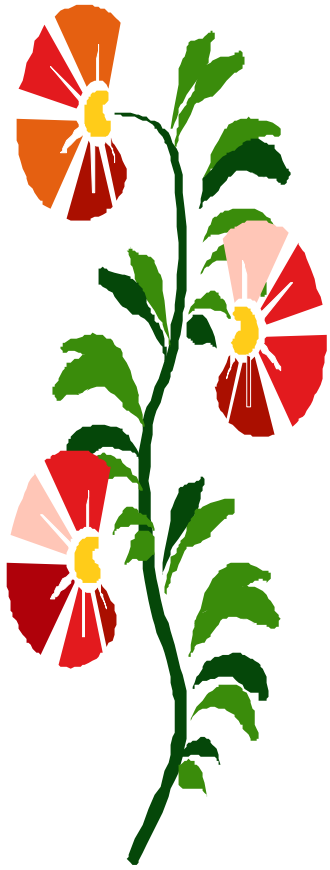

"বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি"
বিশ্ব কাঁপানো অমর বাণী উচ্চারিত
গেরুয়া ভিক্ষুদের কণ্ঠে কণ্ঠে।
চাই শান্তি চাই স্বস্তি, চাই বেঁচে থাকার
গণতান্ত্রিক অধিকার।
কণ্ঠে নিয়ে বাণী ইরাবতীর পবিত্র জল
ছিটাতে ছিটাতে বলে—
সুচিকে শুভেচ্ছা সুচিকে শুভেচ্ছা।

আউং সান সুচি।
নির্যাতিত বর্মীদের মহান নেত্রী
শান্তির অগ্রদূত গণতন্ত্রের মানসকন্যা
আউং সান সুচি।
অবরুদ্ধ মায়ানমারের মধ্য রাতের সূর্য
তোমাকে স্বাগতম।

অন্ধকার শান্
আত্মকলহে বিপর্যস্ত আরাকান
বুদ্ধ, মুসলিম, জাতি উপজাতিতে
বিষবিভক্তি। বিদ্ধস্ত মায়ানমার।
বার্মা চুরুটের ধোয়ায় উড়ে যাবে সামরিক স্বৈরাচার
মুক্ত বিশ্বের নির্মল বায়ুতে ভরে উঠবে নি:শ্বাস
আলোর দিশারী আউং সান সুচি
রৌদ্র করপুটে সূর্যের তেজ বিলাবে
তুমি প্রতিবেশী বাংলায়।